সম্মেলন

সৌরভ মুখোপাধ্যায়

তোমার আঁধার তোমার আলো ফ্ল্যাশগান ওই চমক দিলো
সম্মেলনে বলছি আমি লোক ডেকে
আমার জিভে তোমার কথা দু'এক ছটাক অসভ্যতা
নিয়ম মেনে আমরা করি, প্রত্যেকে।

হিসেব কষে উর্দি চাপাই কার সাথে কার কী আশনাই
খেয়াল রাখি সকাল সন্ধে পূর্বাপর
সুযোগ পেলেই চালান করি মগজধোলাই আহা মরি
দু'চারটে কেস হয়েই থাকে বছরভর

তরল, কঠিন মুদ্রাধারা আকাশভরা সূর্যতারা
বিশ্বজোড়া ফাঁদ পেতেছি এইখানেই
চোখ কান সব এমনি বন্ধ নোটসাগরে বোকা অন্ধ
বলছে বলুক খারাপ কথা, দুর্জনে।

আমরা থোড়াই কেয়ার করি সম্মেলনে আঙুল নাড়ি
পাবলিককে ঠান্ডা রাখি হিমঘরে
মুখোশ পরা আমার শ্রীমুখ রিমোট টিপে সবাই চিনুক
আসল মুখোশ লুকিয়ে আছে। অন্তরে

হ্যাঁ সত্যি, সেটাও মুখোশ তোমার মুখ আর আমার আপোষ
মিলিমিশে দু'টোই এখন একরকম
মিলেমিশেই থাকতে হবে সম্ভবে কি অসম্ভবে
ঢাকতে হবে উল্টোপাল্টা খুন, জখম।

ভুলত্রুটিতো হতেই পারে এই আলোকে এই আঁধারে
তোমার আমার গোপন দেখা-সাক্ষাতে
প্ল্যান করবো নতুন ধরন নো মিডিয়া নো টেলিফোন
কার বিছানায় ফেলবো আলো, মাঝরাতে!

দান

রণজিৎ দাশ

'তিনি তাঁর প্রাণীদের সুখের নিমিত্ত
এই পৃথিবী ভরে দিয়েছেন ফলে, শস্যে, নারকেল গাছে
এবং সুগন্ধি গুল্মে;
—ঈশ্বরের কোন্ দান তুমি ফিরিয়ে দেবে?

তিনি মানুষ সৃষ্টি করছেন
কুমোরের কাদামাটি থেকে;
এবং জিন সৃষ্টি করছেন
ধোঁয়াহীন আগুন থেকে।
—ঈশ্বরের কোন্ দান তুমি ফিরিয়ে দেবে?'

কোরান -এর এই শ্লোক আমি পড়ি ফ্ল্যাটবাড়ির বারান্দায় বসে।
দেখি, তারপাশে নারকেল গাছ ও উজ্জ্বল রোদ, টেবিলে
কাটা ফল ও কর্নফ্লেকস, দূরে খাল - পাড়ের ঝুপড়ি
ও রুগ্‌ণ শিশু। দেখি, অটোরিকশার চাকায় উড়ছে
মধুময় পৃথিবীর ধুলো। দেখি, খবরের কাগজে
নন্দীগ্রাম, প্যালেস্টাইন, ইরাক - যুদ্ধের ছবি, এবং সেই কাগজ
কোলে নিয়ে আমার চুপচাপ - বসে - থাকায় শান্তিকল্যাণ ছবি।
দেখি, আমার নির্জন চেয়ারের পায়া বেয়ে দু'দিক থেকে উঠে আসছে
কুমোরের কাদামাটি এবং ধোঁয়াহীন আগুন।

—সত্যিই তো, ঈশ্বরের কোন্ দান আমি ফিরিয়ে দেবো?

ইতিহাসবোধ

শোভন ভট্টাচার্য

২.
অধিকাংশ সভ্যতার ইতিহাস মাটি খুঁড়ে তোলা।
সে তুমি মিশর বলো, বলো সিন্ধ - সারাৎসার, যা-ই।
মমির আবশ্যকতা টের পেল মানুষ একদিন।
যত জল শুষেছিল মহেঞ্জোদারোর স্নানাগার,
আমরা ততদূর সিন্ধু-গর্ভে তার চিহ্ন খুঁজে পাই।

সূর্যের দেবতা ব'লে ভাবলো যেই নিজেকে ফ্যারাও,
কী এক বালির ঝড় উঠলো নীলনদ উপকূলে।
ডুবে গেল পিরামিড, ডুবে গেল স্ফিংসের মূর্তিটি।
উটের কাফেলা সব চলতে চলতে চাপা পড়ে গেল।
সাত - হাজার বছরের মমত্ব পৃথিবী গেল ভুলে।

বহু ইতিহাসবিদ পেল সে মহাকালের চিঠি।
অধিকাংশ সভ্যতার ইতিহাস তাই ভয় দেখায়।
প্রযুক্তি ও প্রকৌশল যত গলা ছাড়ে মাথা তুলে,
তত ভয় শিউরে ওঠে, পা ছোঁয় পাতালে হিম ঢেউ।
বুঝি কেউ আমাদেরও কালের কঙ্কাল খুঁড়ে পায়—

ফিরে আসার কবিতা

আবীর সিংহ

রটেছিল, কবিতা লিখতে গিয়ে জলে ডুবে
মারা গেছেন অ-কবি আবীর!
সাত বছর অনেক খুঁজেও মৃতদেহ
খুঁজে পায়নি কেউ—
জলেও ঢেউ নেই, বুদ্‌বুদ্ নেই, এক্কেবারে স্থির।

রটেছিল, কবিতা লিখতে গিয়ে জলে ডুবে
মারা পড়েছে বেচারা আবীর।
ওমা! আজ সাত বছর পর, বাংলা কবিতা দ্যাখে
হাতে লেখা নতুন কবিতা নিয়ে জল থেকে
উঠে গুটি গুটি পায়ে ফের বান্দা হাজির!

খোয়াই, সোনাঝুরি

পিয়াল ভট্টাচার্য

৪.
দূরে ধানক্ষেত, আরো দূরে কিছু ঘর
তার ছায়া ভেসে খোয়াই নদীর জলে
নদীর কিছু কিছু খোয়া যায় কোনোদিন?
আমরা জানি না, অনুমান সম্বলে

তার কিছু কিছু উত্তর খুঁজি, আর
ভ্রমণের শেষে ঢুকে পড়া সংসারে
বুকে শুধু এক লুকোনো নদীর স্রোত
একা বয়ে যায়...অতল, অন্ধকারে

সেই নদী জেনেছে তার তীরে চিরকাল
মন ভাঙানিয়া আসে কেউ, ফিরে যায়...
বাকি পথটুকু সুরে সুরে চলে যাওয়া

আরশীনগরে, পড়শীর ঠিকানায়...